বাংলা আকাদেমির বানান বিধি অনুসরণে

খাই খাই

সুকুমার রায়

পেটালস
পাবলিকেশন

সূচিপত্রে

সূচনা	৩	হিংসুটিদের গান	২৫
খাই খাই	৪	তেজিয়ান	২৬
পরিবেষণ	৮	ছুটির খবর	২৭
দাঁড়ের কবিতা	৯	একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি	২৯
চুপ করে থাক	১০	জালা-কুঁজো-সংবাদ	৩০
পাকাপাকি	১১	সঙ্গীহারা হাঁড়িচাঁচা	৩১
পড়ার মতো পড়া	১২	দুষ্টুলোকের মিষ্টিকথা	৩৩
নাচের বাতিক	১৩	বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই	৩৫
বিষম চিন্তা	১৫	কলম ও কালি	৩৭
এক যে ছিল সাহেব	১৬	হারিয়ে পাওয়া	৩৮
আমার নাম 'বাঃ'	১৭	নন্দ-গুপি	৪০
আমার নাম 'যদি'	১৭	নিরুপায়	৪৩
আমার নাম 'বটে'	১৮	বর্ষ গেল বর্ষ এল	৪৪
আমার নাম 'কিন্তু'	১৯	ওই এল বৈশাখ	৪৫
আমার নাম 'তবু'	২০	বর্ষার পদ্য	৪৬
আড়ি	২১	বাদলের ধারাপাত	৪৭
সাধে কি বলে গাধা	২২	এ কেমন কারবার	৪৮
নিঃস্বার্থ	২৪		

প্রচ্ছদ ও অলংকরণে রাজামিতা

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Petals Pubication.

ABOL TABOL written by Sukumar Roy Published by Petals Publication 114N, Dr. S C Banerjee Road Kolkata 700010 INDIA & Printed at Dotline Print & Process 114N, Dr. S C Banerjee Road Kolkata 700010 INDIA
Contact: 8910283448; +91 33 22413572 Email: punaschabook@gmail.com Web:www.punaschabooks.com

সূচনা

এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা,
কেউ বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।

কারে বা কই কীসের কথা, কই যে দফে দফে,
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখো না গোঁফে।

একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান,
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্বকথাই সাবান।

বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ওইখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি!

খাই খাই

খাই খাই করো কেন, এসো বসো আহারে,
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড় করে আনি সব, থাকো সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য।
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি।
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে,
খুঁজে পেতে আনি খেতে—নয় বড়ো সিধে সে!
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিও।
ফল বিনা চিঁড়ে দই, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।
ব্যাং খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপরে কী গন্ধ!

মান্দ্রাজি ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট!
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চিনারা,
কত কী যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা,
দেখে শুনে চেয়ে খাও, যেটা চায় রসনা,
তা না হলে কলা খাও—চটো কেন? বসো না!
সবে হল খাওয়া শুরু, শোনো শোনো আরো খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে,
খাসা দেখো 'খাপ খায়' চাপকানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?
ডিঙি চড়ে স্রোতে পড়ে পাক খায় জেলেরা,
ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা।

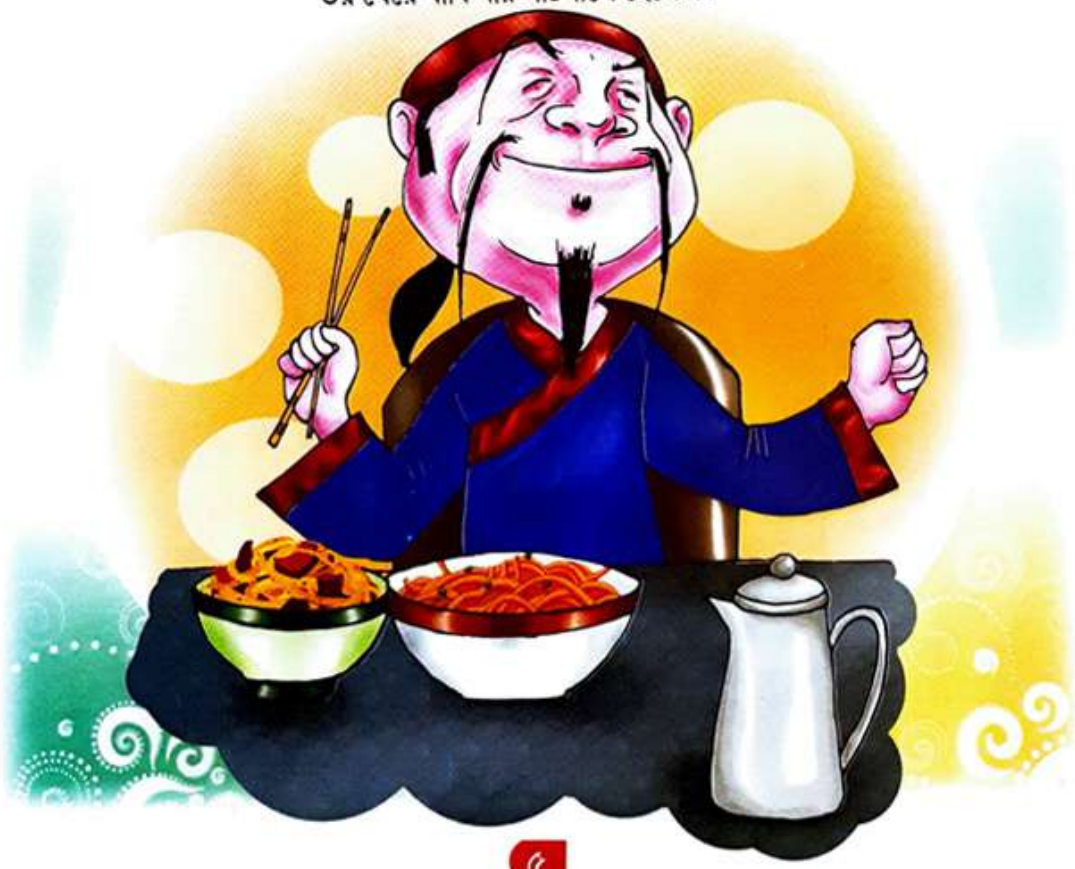

বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতোমতো–তাও লিখি তালিকায়।
ভিখারিটা তাড়া খায়, ভিখ নাহি পায়রে,
'দিন আনে দিন খায়' কতলোক হায়রে।
হোঁচটের চোট খেয়ে খোকা ধরে কান্না,
মা বলেন চুমু খেয়ে, 'সেরে গেছে, আর না।'
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য,
কিল চড় লাথি ঘুসি হয় তার খাদ্য।

জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায় রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায় রে।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিমসিম,
পিছলে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিম ঝিম,
কত যে মোচড় খায় বেহালার কানটা,
কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাবড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।

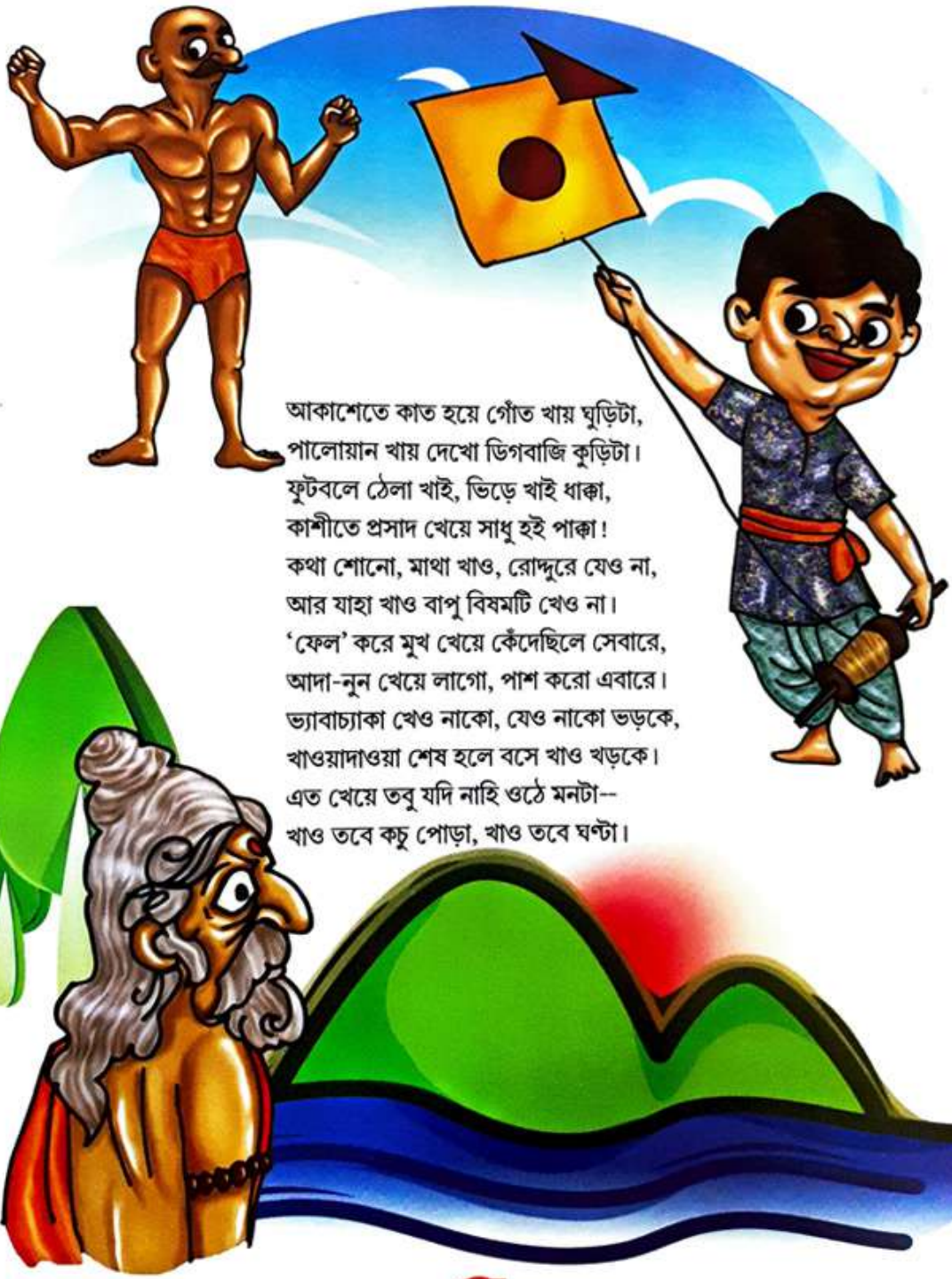

আকাশেতে কাত হয়ে গোঁত খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখো ডিগবাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা!
কথা শোনো, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেও না,
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেও না।
'ফেল' করে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে,
আদা-নুন খেয়ে লাগো, পাশ করো এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেও নাকো, যেও নাকো ভড়কে,
খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বসে খাও খড়কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা--
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা।